বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন
বিষয়ক কর্মজোট

bwged

তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বরাবর
ড. মুহাম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুলিপি :

১. **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**, মাননীয় উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২. **ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ**, মাননীয় উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩. **অ্যাডভোকেট সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪. **ড. আসিফ নজরুল**, মাননীয় উপদেষ্টা, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও শূন্য নির্গমন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খোলাচিঠি

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

আমরা বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (BWGED)-এর সদস্যদের পক্ষ থেকে আপনাকে ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিগত প্রায় এক দশক যাবৎ কর্মজোট ও এর সদস্য সংগঠনসমূহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ন্যায্য রূপান্তর, সুশাসন ও জবাবদিহিতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইনের ৩৪(ক) ধারা বাতিল করে জ্বালানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা বিইআরসি'র হাতে অর্পণ করা, ইন্সটলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প থেকে এস. আলম গ্রুপের অন্তর্ভুক্তি বাতিল এবং ৩১টি অনুমোদিত নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা, একই সঙ্গে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তের জন্যও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাগণকে ধন্যবাদ জানাই।

আপনারা জানেন, ২০১০ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতা

সচিবালয় : ৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়লা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৭৭৭ ০১৪৫৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৯৭৬ ৭০২ ০০৬, ইমেইল : info@cleanbd.org
ওয়েবসাইট : https://cleanbd.org

বিলুপ্ত করে দেয়ায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রকল্প অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মূল্য নির্ধারণে মূল নিয়ামক হয়ে ওঠে, যা এ খাতে অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের সবচেয়ে বড় কারণ। তাই, এ আইনটি অবিলম্বে বাতিল করা ছাড়া এ খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

বিদ্যুৎ খাতের এই অনিয়ম, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির কারণে একদিকে এ খাতের অনেক সম্ভবনাময় উদ্যোক্তা বঞ্চিত হয়েছেন, অন্যদিকে মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার দরপত্র ও প্রতিযোগিতা ছাড়াই অনৈতিকভাবে আর্থিক ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ (capacity charge) বা ফিক্সড্ কস্ট (fixed cost) নির্ধারণে কোনো সামঞ্জস্য ছাড়াই স্বজনতোষণ করা হয়েছে। এছাড়া, অপ্রয়োজনীয় এমন বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যেগুলো কখনওই পূর্ণমাত্রায় চলেনি। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জোরপূর্বক ভূমি, নদী ও জলাভূমি দখল এবং স্থানীয় পরিবেশ ধ্বংস করার অভিযোগ থাকলেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি; বরং, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নির্বিচারে গুলি করে গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের হত্যা করা হয়েছে। এ কারণেই, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন ফিরিয়ে আনার জন্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে স্বাধীন গণতদন্ত কমিশন গঠন করে দায়ীদেরকে বিচারের আওতায় আনা একান্ত জরুরি। একই সঙ্গে বিগত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে এস. আলম গ্রুপকে মাতারবাড়ি দ্বীপে দুই হাজার (২,০০০) একর জমি কেনার অনুমোদন বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতোই কয়েকটি বেসরকারি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্রের (এসআইপিপি) মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরও বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ আইনের আওতায় মাধবদী বিদ্যুৎকেন্দ্র (২৬ মেগাওয়াট), চান্দিনা বিদ্যুৎকেন্দ্র (১৪ মেগাওয়াট), আশুলিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র (৩৫ মেগাওয়াট) ও নরসিংদী বিদ্যুৎকেন্দ্র (২২ মেগাওয়াট)-এর প্রয়োজন না থাকলেও পাঁচ বছর করে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এসব অদক্ষ (inefficient) বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি খরচ চলমান কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রায় দেড় গুণ। এছাড়া এসব প্রকল্পের কোনো পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা (ইআইএ) প্রকাশ করা হয়নি। অপরদিকে, 'নো ইলেকট্রিসিটি নো পে' (NENP) নীতি গ্রহণ করা হলেও 'পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়' (O&M Cost)-এর নামে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে বিদ্যুতের দামও কমেনি। এ প্রেক্ষিতে, বিগত দেড় দশকে নির্মিত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি উন্মুক্ত করার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বাতিল করে দিতে হবে। এর ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ কমে আসবে, অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত হবে।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

৩১ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে স্থাপিত সক্ষমতা ৩১ হাজার ৪৫২ মেগাওয়াট (২৮ হাজার ৯৮ মেগাওয়াট গ্রিড-সংযুক্ত)। অথচ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট। অর্থাৎ, ১১ হাজার ৬২১ মেগাওয়াট বা চাহিদার ৭১ শতাংশই অতি-সক্ষমতা ও অলস সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে, আগামী ২০২৯-৩০ অর্থবছর পর্যন্ত নতুন কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করলেও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা যাবে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক

বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (BPDB) সঙ্গে 'বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তিপত্র' (PPA) স্বাক্ষর করলেও চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উৎপাদন দূরে থাক, নির্মাণই শুরু করতে পারেনি। আবার, বিগত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি (CCGP) কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর আগ্রহপত্র (Letter of Intent) ইস্যু করা হলেও পিপিএ স্বাক্ষর করতে পারেনি। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে এ ধরনের জীবাশ্ম-জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন বাতিল করে পুরো বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন করা জরুরি।

এ কারণেই, এডরা পাওয়ার ও উইনিভিশন পাওয়ারের গজারিয়া ৬৬০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র, কনফিডেন্স গ্রুপের মিরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র, আনলিমা গ্রুপের মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ইউনাইটেড গ্রুপের আনোয়ারা ৫৯০ মেগাওয়াট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের আহ্বান জানাচ্ছি। এডরা গজারিয়া, কনফিডেন্স মিরসরাই ও আনলিমা মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হলেও এখনও কোনো পিপিএ স্বাক্ষরিত হয়নি। অপরদিকে ইউনাইটেড আনোয়ারা বিদ্যুৎকেন্দ্রের পিপিএ স্বাক্ষরিত হলেও কোম্পানিটি যথাসময়ে ফিনান্সিয়াল ক্লোজারে ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে কনফিডেন্স মিরসরাই এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের (IDCOL) প্রস্তাবিত ১০ মিলিয়ন ডলার ঋণের প্রস্তাব বাতিল করার দাবি জানাই।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রের মজুদ কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণ নতুবা বিদ্যুৎ ও শিল্প খাতে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমানোই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যুক্তি উপেক্ষা করে বিদেশ থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি ও বেসরকারি খাতে এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপন করা হয়। বর্তমানে চালু দুটো এলএনজি টার্মিনালের ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ দৈনিক চার লক্ষ ৫৩ হাজার ডলার দিতে হয়। অধিকন্তু, বিগত সিসিজিপি সামিট অয়েল অ্যান্ড শিপিং কোম্পানি লি.-এর মালিকানায় একটি ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট (Mmcfd) ক্ষমতাসম্পন্ন এলএনজি টার্মিনালের অনুমোদন দিয়েছে যার দৈনিক ক্যাপাসিটি চার্জ হবে তিন লক্ষ ডলার। এক্সেলেরেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মালিকানায় আরেকটি এলএনজি টার্মিনালের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আবার এ দুটি কোম্পানি আগামী ১৫ বছর এলএনজি সরবরাহ করবে বলে চুক্তি করা হয়েছে। দেশের স্বার্থে নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও বেসরকারি খাতে এলএনজি আমদানির চুক্তি বাতিলের আবেদন জানাচ্ছি।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

জ্বালানি খাতে আমদানি-নির্ভরতা কমানো, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, এবং বাংলাদেশের সবুজ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে গৃহীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২১ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের দশ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে দশ শতাংশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু, ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মাত্র এক হাজার ১৪৯ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যা স্থাপিত সক্ষমতার ৪.১ শতাংশ ও উৎপাদন-ক্ষমতার মাত্র ১.৮ শতাংশ। ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে দশ শতাংশ উৎপাদন-ক্ষমতা অর্জন সুদূর পরাহত রয়ে গেছে। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ,

২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (PSMP 2016) প্রণয়নের সময়ই বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ করার দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়ে নাগরিক সমাজের এ দাবি বরাবরই উপেক্ষা করা হয়েছে। ২০২১ সালের মার্চে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (EMRD) জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থার (JICA) সঙ্গে 'সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা' (IEPMP) প্রণয়নের চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই নাগরিক সমাজ ২০৫০ সাল নাগাদ শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন। এছাড়া তৎকালীন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের পথনকশা করার জন্য পরামর্শ দেয়।

কিন্তু, সকল আবেদন ও পরামর্শ উপেক্ষা করে ২০৫০ সাল নাগাদ মাত্র ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিকল্পনা করা হয়েছে। অপরদিকে, অতিখরুচে এবং অপ্রমাণিত প্রযুক্তি (সিসিএস, তরল হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়া) প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতকে আরো আমদানি-নির্ভর করে তুলবে। তাই, অবিলম্বে সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও সংশোধন করা দরকার।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

নাগরিক সমাজ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের বহু দিনের দাবির পর বিগত সরকার জাতীয় বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়। কিন্তু সৌরসেচ ও ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য এর অন্তত দশগুণ বরাদ্দ দরকার। তাই, অন্তত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে অফগ্রিড ও নেট মিটার-সংযুক্ত ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুতে ভর্তুকি প্রদানের দাবি জানাচ্ছি। এর ফলে জ্বালানি তেল আমদানির পরিমাণ কমে যাবে যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সহায়তা করবে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে দুই কোটি টাকার জ্বালানি আমদানি খরচ সাশ্রয় হয়। তাই, এ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে বিশেষ তহবিল গঠন করে মোট খরচের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্প বা বিনাসুদে ব্যক্তি পর্যায়ের ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুতের উদ্যোক্তাদের দেয়া দরকার।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

বিগত দেড় দশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রবর্তনের নানা রকম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবসম্মত কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ২০১২ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SREDA) গঠন করা হলেও এ প্রতিষ্ঠানকে ১০ মেগাওয়াটের বেশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সক্ষমতা ছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা দূরূহ। তাই, স্রেডার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিদ্যুৎ বিভাগের সমমর্যাদা প্রদান করা, অথবা বিদ্যুৎ বিভাগের মত একটি 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগ' গঠনের দাবি জানাচ্ছি।

বর্তমানে সৌরপ্যানেল, মাউন্টিং স্ট্রাকচার, ইনভার্টার ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে ২৬.৫ শতাংশ থেকে ৫৬.৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ককর বহাল রয়েছে। বিগত সরকারের নিকট

বারংবার দাবি জানানো সত্ত্বেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ককর কমানো হয়নি। এ খাত থেকে যে পরিমাণ কর আদায় হয়, কর মওকুফ করে দিলে জাতীয় অর্থনীতিতে তার চেয়ে বেশি উৎপাদনমূল্য যুক্ত হবে। তাই, নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানির শুল্ককর মওকুফ করার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনায় (IEPMP) ২০৫০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ৪০ শতাংশ ব্যক্তিগত গাড়ি (PLDV) ও ১০ শতাংশ ট্রাক ও বাস (TRBS) বৈদ্যুতিক গাড়িতে (EV) রূপান্তরের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। অপরদিকে, শুল্ককর, নিবন্ধন ও বার্ষিক নবায়ন ফি-এর ক্ষেত্রে ইভির জন্য কোন প্রণোদনা দেয়া হয়নি। এ ধরনের দ্ব্যর্থবোধক নীতি দেশের জ্বালানি রূপান্তরে কোনো সুবিধা বয়ে আনবে না। তাই, হাইব্রিড গাড়ির শুল্ককর ও নিবন্ধন ফি সাধারণ গাড়ির তুলনায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কম এবং ইভি'র ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কম নির্ধারণ করার দাবি জানাচ্ছি। বিগত সরকার একই মালিকানায় একাধিক গাড়ি থাকলে অতিরিক্ত গাড়ির উপর 'পরিবেশ সারচার্জ' ধার্য করা হয়। এক্ষেত্রেও ইভি'র জন্য কোনো ছাড় দেয়া হয়নি। এ বিধিটিও সংশোধন করে হাইব্রিড গাড়ির জন্য ৩০ শতাংশ কম ও ইভি'র ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ কম সারচার্জ আরোপ করতে হবে। এ উদ্যোগ নিলে একদিকে যেমন জ্বালানি তেলের আমদানি খরচ কমে যাবে, অন্যদিকে বায়ুদুষণ কমে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যখাতে খরচ সাশ্রয় হবে।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

প্লাগিং হাইব্রিড ও ইভি চালাতে হলে সড়ক ও মহাসড়কের নির্দিষ্ট দূরত্বে চার্জিং স্টেশন থাকা জরুরি। ইতোমধ্যে কয়েকটি সীমিত ক্ষমতার চার্জিং স্টেশন নির্মিত হলেও তা গাড়িচালকদের উৎসাহিত করার জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। এ কারণেই দেশে দ্রুততম সময়ে প্রচুর পরিমাণে চার্জিং স্টেশন নির্মাণ করা দরকার। চার্জিং স্টেশনের জন্য নতুন অবকাঠামো নির্মাণে অনেক সময় চলে যাবে। এ সমস্যার সমাধানে ইতোমধ্যে স্থাপিত পেট্রোল পাম্প ও এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলো কাজে আসতে পারে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এ ধরনের চার্জিং স্টেশন চালু হয়েছে। সৌরভিত্তিক চার্জিং স্টেশন চালু করার জন্য ব্যাংকঋণসহ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিলে দেশের যোগাযোগ-খাতে দ্রুত জ্বালানি রূপান্তর সম্ভব। এ লক্ষ্যে, প্রচলিত পেট্রোল পাম্প ও রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোকে নতুন কোনো লাইসেন্সিং ও অনুমোদন ছাড়াই চার্জিং স্টেশনে রূপান্তরে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবি জানাচ্ছি।

মাননীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উদ্যোক্তা, টেকনিশিয়ান ও কর্মীদল গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোও দরকারি। এক্ষেত্রে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব দপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে নতুন জনবল গড়ে তোলা সম্ভব যারা উদ্যোক্তা, টেকনিশিয়ান ও সহায়ক হিশেবে কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। তাই, তরুণ উদ্যোক্তা ও আগ্রহীদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এক দল দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে জাতীয় ক্ষেত্রে সৌর প্যানেল নির্মাণ, পুনর্নবায়ন ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি জানাই।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সুশাসন আনা, এ খাতে দুর্নীতি দূর করা এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে আমরা আপনাদের কাছে নিম্নোক্ত ১৬ দফা দাবি পেশ করছি। আমরা আশা করি ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ উদ্যোগগুলো গ্রহণ করলে বাংলাদেশের জ্বালানি রূপান্তর সহজতর হবে যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করবে।

১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০ (সংশোধনীসহ) অবিলম্বে বাতিল করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে এ যাবৎ সংঘটিত অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনা তদন্ত করে দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য স্বাধীন গণতদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে এ যাবৎ অনুমোদিত সকল প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত নীরিক্ষা (আইইই) ও পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (ইআইএ) উন্মুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে সকল আইইই ও ইআইএ উন্মুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের 'ক্যাপাসিটি চার্জ' বা 'ফিক্সড্ কস্ট' বাতিল করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতই জীবাশ্ম জ্বালনিভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে 'নো ইলেকট্রিসিটি নো পে' নীতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৪. সাবেক সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তবে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদিত তবে নির্মাণাধীন নয়, এমন সব জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করতে হবে। এছাড়া, গ্যাসভিত্তিক রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পূর্ণমাত্রায় চালাতে হবে।

৭. সাবেক সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি কর্তৃক নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের জন্য সামিট অয়েল অ্যান্ড শিপিং কোম্পানি লিমিটেড-কে দেয়া অনুমোদন ও এক্সেলেরেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।

৮. জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রস্তাবিত সকল কয়লা ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করতে হবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তা-বিরোধী 'সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা' বাতিল করে জাতীয় সম্পদ, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ভারসাম্য বিবেচনায় নিয়ে 'শূন্য কার্বন' নিশ্চিত করার জন্য নতুন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১০. জাতীয় বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫০০ কোটি টাকা করতে হবে এবং এ টাকা ব্যক্তি পর্যায়ে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনকারীদের ভর্তুকি হিসেবে বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 'বিদ্যুৎ বিভাগ'-এর পাশাপাশি একটি 'ডিভিশন'-এর মর্যাদা দিতে হবে যাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত সকল দাপ্তরিক কাজ এক জায়গায় সম্পন্ন হয়।

১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির আমদানি কর ও ভ্যাট মওকুফ করতে হবে যা চূড়ান্ত বিচারে দেশের অর্থনীতির জন্য উপকারী হবে।

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করে ব্যক্তি পর্যায়ে ছাদভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প/বিনাসুদে মোট নির্মাণ-ব্যয়ের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংকঋণ প্রদান করতে হবে যা শেষ পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদনে মূল্য সংযোজন করবে।

১৪. সাধারণ যানবাহনের তুলনায় হাইব্রিড যানবাহনের আমদানি শুল্ককর ও নিবন্ধন ফি কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কম এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের (EV) ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কম নির্ধারণ করতে হবে যাতে যোগাযোগ খাতে দ্রুত জ্বালানি রূপান্তর সম্ভব হয়।

১৫. দেশব্যাপী পরিচালিত পেট্রোল পাম্প ও এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোকে নতুন লাইসেন্সিং ছাড়াই সৌরভিত্তিক চার্জিং স্টেশনে রূপান্তরের অনুমোদন দিতে হবে এবং এ খাতে বিনিয়োগকারীদের সহজ শর্তে ঋণসুবিধাসহ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে।

১৬. ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সৌরপ্যানেল নির্মাণ ও পুনর্নবায়নের জন্য ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে যাতে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, সাফল্য ও সক্রিয় উদ্যোগ কামনায় -

হাসান মেহেদী
সদস্য সচিব, বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (BWGED), ও
প্রধান নির্বাহী, উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)

তথ্যসূত্র

BPDB (2024*b*). বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতির তথ্য (জুন ২০২৪). Bangladesh Power Development Board (BPDB): 15 July 2024

Daily Star (2024). "Doreen gets approval to restart the Narsingdi power plant". The Daily Star: 19 February 2024

DT (2023). "Summit Group receives approval for setting up another LNG terminal". The Dhaka Tribune (DT): 14 June 2023

FE (2023). "Govt extends deals with 3 Summit Power plants, doing away with capacity charge". The Financial Express (FE): 13 November 2023

GED (2020). Eighth Five-year Plan 2021-2025. General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission:

Jahangir, S.M. (2024). "Govt scraps 43 unsolicited power plant deals". justenergynews.com: 29 August 2024

Mehedi, H. (2022). BPDB Trapped by Expensive Rental Power Plants. Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED): March 2022

MOLJPA (2010). বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০. Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (MOLJPA): 12 October 2010

MOLJPA (2023). বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন ২০২৩. Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (MOLJPA): 31 January 2023

MOLJPA (2024). বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন ২০২৩-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ. Legislative and Parliamentary Affairs Division, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs (MOLJPA): 27 August 2024

NBR (2024). National Customs Tariff (FY:2024-2025). Nation Board of Revenue (NBR): 6 June 2024

Power Division (2008). Renewable Energy Policy of Bangladesh. Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MOPEMR): 18 December 2008

Power Division (2016). Power System Master Plan 2016. Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MOPEMR): September 2016

Power Division (2023). Integrated Power and Energy Master Plan (IEPMP). Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources (MOPEMR): November 2023

Prothom Alo (2020). "২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সমীক্ষার সুপারিশ". The Prothom Alo: 26 July 2020

Rahman, M.A. (2023). "Excelerate Energy set to win second FSRU contract". The Financial Express (FE): 17 July 2023

SREDA (2020). Draft National Solar Energy Roadmap 2021-2041. Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA): December 2020

TBS (2023). "Two, too many: Govt introduces carbon tax for second car". The Business Standard (TBS): 1 June 2023

Toussaint, K. (2020). "The price of solar electricity has dropped 89% in 10 years". The Fast Company: 12 September 2020